

ISHWAR CHANDRA VIDYASAGAR



“চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি জরা মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুজে ‘ভগবান’ ‘ভগবান’ করবে — এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই; আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে; স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বারে বারে ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(ধর্ম ও ঈশ্বর চিন্তা প্রসঙ্গে)



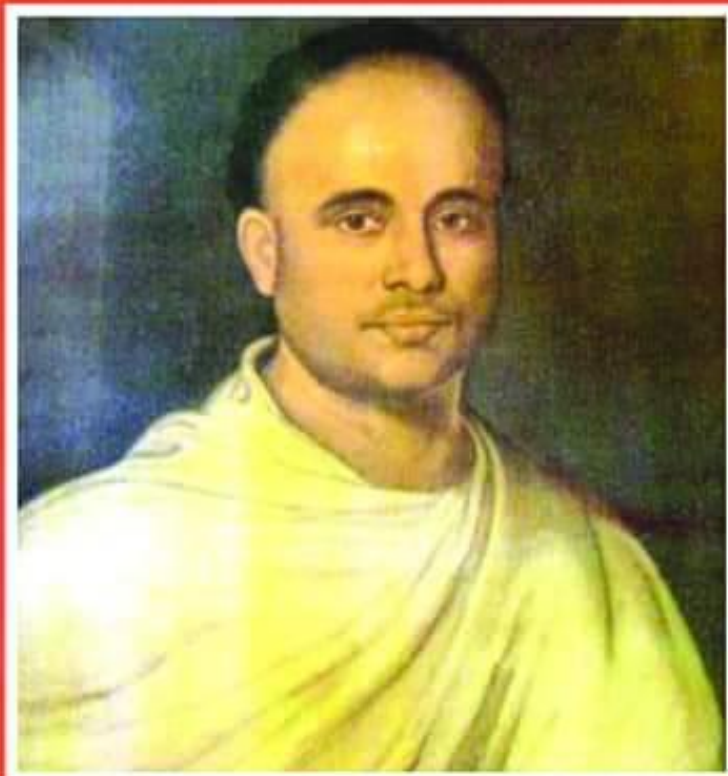
“এ দেশের উদ্ধার হইতে বহু
বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি
ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ
উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি
তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের
চাষ করিতে পারিলে, তবে
এদেশের ভাল হয়।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(বিদ্যাসাগর : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)



“সাধনা ও অধ্যাবসায়ের
দ্বারাই মানুষ অসাধ্যকে
সাধন করতে পারে।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



“বছর হিসাব করে নয়,
ছাত্রের মেধা ও যোগ্যতা
বিচারের ভিত্তিতেই
উচ্চতর শ্রেণিতে উন্নীত
করা হোক।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



“সত্য-‘দ্বিবিধ’ — এই
ধারণা সত্য সম্পর্কে
অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফল।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(শিক্ষা পরিষদের সম্পাদককে লেখা চিঠি)



“যে ব্যক্তি যে দেশে
জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের
হিতসাধনে সাধ্যানুসারে
সচেষ্ঠ ও যত্নবান হওয়া
তাহার পরম ধর্ম ও তাহার
জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



“আমি দেশাচারের নিতান্ত
দাস নহি; নিজের ও
সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত
যাহা উচিত বা আবশ্যিক
বোধ হইবে তাহাই করিব;
লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে
কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



“আমি টাকা অপেক্ষা —
পদমর্যাদা অপেক্ষা, সম্ভ্রমই
বহু মূল্যবান মনে করি। যে
কাজে সম্ভ্রমের অপচয় হয়,
আমি সে কাজ করিতে চাই
না।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



“চেষ্ঠা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে
নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত
চেষ্ঠা ও উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু
অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া
উঠিবে না। তাহার কারণ এই যে,
যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয়
এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও
শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত
জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এ মত
অবস্থায় চেষ্ঠা করিয়া যতদূর কৃতকার্য
হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান
করিতে হয়।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(হাইকোর্টের উকিল দুর্গামোহন দাসকে লেখা চিঠি)



“বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর আবার উন্নতি হইবে? যাহাদিগকে আমরা পশুর ন্যায় জ্ঞান করি, — স্বার্থ সাধনের উপায়স্বরূপ মনে করি, তাহাদিগের আবার গতি ফিরিবে? সাহেবেরা আমাদের ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি!! হায়, শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই অভিমান; দেশের শক্তি যাহারা, আশা-ভরসামূল্য যাহারা, তাহাদিগকে মানুষের শ্রেণীতে গণ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন। হায়, এই নগণ্য পশুদের আবার উন্নতি হইবে।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



“সং কাজ করিবার সময় লোকের
নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না
পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর
অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ
কথা পর্যন্ত বলিয়া সময়ে সময়ে গালি
দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া
অল্পবয়স্কা বিধবাদের বাড়িতে আশ্রয়
দিই।”

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর